বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৫-২০০৬

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সমূহের হিসাব সম্পর্কিত

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয়
এবং
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

(৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৯টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

প্রথম খন্ড

(ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট ফাইন্ডিংস)

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	৩

প্রথম অধ্যায়

অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৭
অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৯
সুপারিশ	৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট ফাইন্ডিংস	১১—২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮ (২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

তারিখ---২১-০৭-১৪১৫ বঙ্গাব্দ।
০৫-১১-২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সনের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী ৬টি মন্ত্রণালয়ের (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়) অধীনে ৯টি প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা করতঃ ১৩টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তিসমূহে জড়িত অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং ৬৭ লক্ষ রুপি (ইন্ডিয়ান)। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট ফাইন্ডিংস প্রথম খন্ডে এবং পরিশিষ্টসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

(ড. শ্যামল কান্তি চৌধুরী)

(মোহাম্মদ জাকির হোসেন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ---২২-০৬-১৪১৫---বঙ্গাব্দ
০৭-১০-২০০৮খ্রিষ্টাব্দ

২—

প্রথম অধ্যায়

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit)ঃ

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ (Audited Projects):

- **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**
- ১) যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প।
- ২) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২।

- **যোগাযোগ মন্ত্রণালয়**
- ৩) যমুনা ব্রীজ এক্সেস রোডস প্রকল্প।
- ৪) কনভারশন অব ঢাকা-জয়দেবপুর মিটার গেজ সেকশন ইনটু ডুয়েল গেজ লাইন প্রকল্প।

- **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**
- ৫) ষ্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট পোর্টফোলিও পারফরমেন্স (এসপিপিপি) প্রকল্প।
- ৬) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রকল্প।

- **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**
- ৭) নিবিড় জেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প।

- **কৃষি মন্ত্রণালয়**
- ৮) গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও পিরোজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।

- **মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়**
- ৯) ৫টি দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলায় ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গবাদি পশু উন্নয়ন প্রকল্প।

❑ অডিট বৎসর (Audited Year)ঃ

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বছরঃ

- ❖ ২০০৫-২০০৬
- ❖ ২০০৪-২০০৫

❑ অডিট কাল (Period of Audit)ঃ

❑ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ ০২.১১.০৬ হতে ০৩.১২.০৬ পর্যন্ত।

❑ ২১.০৪.২০০৬ হতে ০৭.০৫.২০০৬ পর্যন্ত।

❑ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

❑ ২৪.০৪.০৬ হতে ১৫.০৫.০৬ তারিখ পর্যন্ত।

❑ ২২.০৪.০৭ হতে ১০.০৫.০৭ তারিখ পর্যন্ত ।

❑ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

❑ ১৬.০১.০৭ ইং হইতে ১৮.০১.০৭ ইং পর্যন্ত।

❑ ১০.০৯.০৬ হতে ১৩-৯-০৬ পর্যন্ত।

❑ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ ২৪-৫-০৬ হতে ২৭-৬-০৬ পর্যন্ত।

❑ কৃষি মন্ত্রণালয়

❑ ১৪-০৩-০৭ হতে ১৯-৪-০৭ ইং পর্যন্ত।

❑ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ ১৮.০৬.০৬ হতে ২৫.০৬.০৬ এবং ০৫.০৭.০৬ হতে ০৬.০৭.০৬ তারিখ পর্যন্ত।

❑ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

আর্থিক (Financial) ও মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

❑ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):

- ডিপিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

❑ অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- ডিপিপি/টিপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িতঅর্থ
	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ঃ	
১।	অনুমোদিত দরের অতিরিক্ত দরে জিও টেক্সটাইল ক্রয় এবং ঠিকাদারকে ধারে প্রদত্ত জিও ব্যাগ ও ম্যাট্রেসের মূল্য আদায় না করায় ক্ষতি।	১০.০৩ লক্ষ টাকা
২।	জিও ব্যাগের অতিরিক্ত পরিবহণ ও উত্তোলন দেখিয়ে ঠিকাদারকে পরিশোধ।	১৮.০৮ লক্ষ টাকা
৩।	পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৯.৮৭ লক্ষ টাকা
		মোট ৪৭.৯৮ লক্ষ টাকা
	২। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
১।	পিপিআর -২০০৩ এর শর্ত লঙ্ঘন করে টেন্ডার আহবানের ফলে প্রতিযোগিতামূলক দর যাচাই ছাড়াই বৃক্ষরোপন সম্পাদন।	২৪.৯১ লক্ষ টাকা
২।	বৃক্ষ কর্তনের নামে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৩.০৬ লক্ষ টাকা
৩।	প্রয়োজন ছাড়াই মালামাল ক্রয় করে ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় এবং ক্রয়কৃত মালামাল ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ায় প্রকল্পের ক্ষতি।	৬৭ লক্ষ ভারতীয় রুপি
৪।	প্রকল্প হতে ধার দেয়া পাথরের মূল্য আদায় না করায় ক্ষতি এবং প্রকৃত প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পাথর ক্রয় করায় পাথর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় ক্ষতি।	৩৪৫.৯৪ লক্ষ টাকা ৮৯৩.৫৩ লক্ষ টাকা
		মোট ১২৭৭.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ৬৭ লক্ষ রুপি (ভারত)
	৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
১।	টিপিপি প্রভিশনের বাইরের লোকবলকে অতিরিক্ত পরিশোধে ক্ষতি।	৩.৩৫ লক্ষ টাকা
২।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১০.৭৪ লক্ষ টাকা
		মোট ১৪.০৯ লক্ষ টাকা
	৪। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
১।	লোকাল লেভেল প্লানিং এবং শ্রেণী কক্ষ সাজ সজ্জা করণের নামে প্রকল্প তহবিলের অপচয়।	৩.৩৬ লক্ষ টাকা
২।	সরবরাহকারী কর্তৃক অকেজো ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যাদি/মেশিনারী সরবরাহ করায় ক্ষতি।	৭৩.৪৬ লক্ষ টাকা
		মোট ৭৬.৮২ লক্ষ টাকা
	৫। কৃষি মন্ত্রণালয়	
১।	পিপিআর -২০০৩ লংঘন করে টেন্ডার আহবান।	মোট ১১.০০ লক্ষ টাকার
	৬। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	
১।	ভ্যাট আদায় না করার সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	মোট ৬.৩৫ লক্ষ টাকা
সর্বমোট ১৩ টি	কথায়ঃ চৌদ্দ কোটি তেত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা এবং সাতষট্টি লক্ষ রুপি (ভারতীয়)	১৪৩৩.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ৬৭ লক্ষ রুপি (ভারতীয়)

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- ডিপিপি/টিপিপি/ডিসিএ'র বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট ফাইন্ডিংস)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ঃ অনুমোদিত দরের অতিরিক্ত দরে জিও টেক্সটাইল ক্রয় এবং ঠিকাদারকে ধারে প্রদত্ত জিও ব্যাগ ও ম্যাট্রেসের মূল্য আদায় না করায় ১০.০৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ০২.১১.০৬ হতে ০৩.১২.০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
  (ক) নিরীক্ষায় প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়:-
- ✓ ৮০,০০০ বর্গ মিটার জিও টেক্সটাইল ক্রয়ে ডিজাইন সার্কেল -২, পাঃ উঃ বোঃ ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত ৮৪.৮৩ টাকা দরের পরিবর্তে প্রতিবর্গ মিটার জিও টেক্সঃ ৯৪.০০ টাকা দরে ক্রয়ের ফলে ৭,৩৩,৬০০/- টাকা ক্ষতি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১)।
- ✓ জনাব শরিফ আল কামাল উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।
  (খ) নির্বাহী প্রকৌশলী পাঃ উঃ বোঃ, বেড়া পাবনা কার্যালয়ে নিম্ন বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ
- ✓ প্রকল্পের ষ্টোর হতে ঠিকাদারকে ৫৯৫২০০ টি "এ" টাইপ জিও ব্যাগ এবং ১০,০০০ বর্গ মিটার জিও টেক্সটাইল ম্যাট্রেস ইস্যু করা হয়।
- ✓ পরবর্তীতে ঠিকাদার বিলে ৫,৯৪,৮০০ টি জিও ব্যাগ এবং ৭৮২০ বর্গ মিটার জিও টেক্সটাইল এর খরচ দেখানো হয়।
- ✓ অবশিষ্ট ৪০০ টি জিও ব্যাগ এবং ২১৮০ বর্গ মিটার জিও টেক্সটাইলের মূল্য বাবদ ২,৬৯,০৩৬.০০ টাকা ঠিকাদারের বিল হতে আদায় না করায় ক্ষতি। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১")
- ✓ জনাব শরাফত হোসেন খাঁন, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং জনাব শরিফ আল কামাল প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৩-২-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৮-৩-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৯-৪-০৭ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৪-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ ক) পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদনের ভিত্তিতে উক্ত ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ✓ খ) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করে জবাব প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ক) জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। ডিজাইন সার্কেল কর্তৃক অনুমোদিত দরের শতকরা ১১ ভাগ অতিরিক্ত দরে ক্রয়ে ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ খ) অবশিষ্ট মালামালের মূল্য ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ ক) ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- ✓ খ) অনাদায়ী জিও ব্যাগ ও জিও টেক্সটাইলের মূল্য আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২ঃ জিও ব্যাগের অতিরিক্ত পরিবহন ও উত্তোলন দেখিয়ে ঠিকাদারকে ১৮.০৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

- ✓ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এডিবির অর্থায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ০২.১১.০৬ হতে ০৩.১২.০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- ✓ নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী পাউবো, বেড়া, পাবনা কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র যথা আইপিসি নং ০৫ তাং ২৬/৩/০৫, বিল নং ৩ ও ৪ (আইটেম নং ৩.৩ ও ৪.২) হতে দেখা যায় যে, ৫৯৪৮০০ টি এ টাইপ জিও ব্যাগ বালি ভর্তি করে ৬৪১৭০৮টি ব্যাগের পরিবহন দেখিয়ে অতিরিক্ত ৯,৩৮,১৬০.০০ টাকা (৬৪১৭০৮- ৫৯৪৮০০ = ৪৬৯০৮ @ ২০ টাকা), আবার ৪৪৯৭০০ টি বি টাইপ জিও ব্যাগ বালি ভর্তি করে বার্জে ৪৭৮২৬৩ টি ব্যাগে লোডিং দেখিয়ে অতিরিক্ত ১,৭১,৩৭৮.০০ টাকা (৪৭৮২৬৩- ৪৪৯৭০০ = ২৮৫৬৩ @ ৬ টাকা) এবং উক্ত ৪৪৯৭০০ টি ব্যাগের বিপরীতে ৫০৭৮৮৬টি ব্যাগের পরিবহন ব্যয় দেখিয়ে অতিরিক্ত ৬,৯৮,২৩২.০০ টাকা (৫০৭৮৮৬ - ৪৪৯৭০০ = ৫৮১৮৬ @ ১২ টাকা) ঠিকাদারকে সর্বমোট অতিরিক্ত ১৮,০৭,৭৭০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২)।
- ✓ জনাব শরাফত হোসেন খান, নির্বাহী প্রকৌশলী বেড়া, পাবনা উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৩-২-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৮-৩-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৯-৪-০৭ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৪-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ সংশ্লিষ্ট পরিমাপ বহি ও ডাম্পিং রেজিষ্টার যাচাই করে পরে জবাব দেয়া হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব পাওয়া যায়নি।
- ✓ বালি ভর্তি ব্যাগ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যাগ কাজে উত্তোলন ও পরিবহন দেখানোর ফলে প্রকল্পের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৩ ঃ পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত ১৯.৮৭ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণঃ

- ✓ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২" এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২১/৪/২০০৬ হতে ৭/৫/২০০৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা কালে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নোয়াখালী কার্যালয়ের বিল/ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পিপি এবং বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা বহির্ভূতভাবে ৫টি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (এনজিও) কে হাতিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন খাল পুনঃ খনন কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ১৯,৮৭,৩০০.১৪ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- ✓ তাছাড়া এ অনিয়মিত কাজের সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টস, বিস্তারিত প্রাক্কলন, এনজিও ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন ডকুমেন্টস, ব্যাংক হিসাব নম্বর, ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট এবং অর্থ ছাড় সংক্রান্ত প্রমাণ পত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। পরিশোধকৃত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ (পরিশিষ্ট -৩)।
- ✓ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উক্ত সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর দায়িত্বে ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৮-৫-০৬ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ১২-১২-০৬ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৮-৩-০৭ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩-৫-০৭ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয় এবং ১৩-৬-০৭ তারিখের জবাব পাওয়া যায় এবং জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ দাতা সংস্থার চাহিদা মোতাবেক উক্ত কাজ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ পিপি বহির্ভূত ব্যয়ের মাধ্যমে অনিয়মিত খরচ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ পিপি বহির্ভূত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং উক্ত অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই হওয়া আবশ্যক।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ঃ পিপিআর -২০০৩ এর শর্ত লঙ্ঘন করে টেন্ডার আহবানের ফলে প্রতিযোগিতামূলক দর যাচাই ছাড়াই ২৪.৯১ লক্ষ টাকার বৃক্ষরোপন সম্পাদন।

বিবরণঃ

- ✓ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত যমুনা ব্রীজ এক্সেস রোডস প্রকল্পের ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৪.০৪.০৬ হতে ১৫.০৫.০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষাকালে নির্বাহী আরবরিকালচারিষ্ট, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, মিরপুর, ঢাকা অফিসের রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, বৃক্ষ রোপন কাজের ২৪,৯০,৫৯২.১৪ টাকা মূল্যের টেন্ডার (টেন্ডার নং-৯/২০০৪-০৫) জাতীয় দৈনিক পত্রিকার পরিবর্তে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার (দি ক্যাপিটালভিউ এবং দি ডেইলী আলমুজাদ্দেদ) মাধ্যমে আহবান করে কাজ সম্পাদন করা হয়। ফলে পিপিআর-২০০৩ এর ২১(২) এর আদেশ লংঘিত হয়েছে এবং প্রকৃত দর যাচাই হয়নি।
- ✓ পিপিআর-২০০৩ এর ২১(২) মোতাবেক টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি অন্তত দুটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে (একটি বাংলা এবং একটি ইংলিশ) প্রকাশ করতে হবে।
- ✓ জনাব কামাল উদ্দিন মোল্লা উক্ত সময়ে নির্বাহী আরবরিকালচারিষ্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৪-১২-০৬ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ৮-৩-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৩-৪-০৭ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। ১৫-৪-০৭, ৭-১-০৮ ও ২০-৪-০৮ তারিখের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৭-৫-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ ২টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যে জানানো হয় যে দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে তা বহুল প্রচারিত নয়। বাংলা পত্রিকাটি ১টি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করে এবং ইংরেজীটি নিয়মিত সংখ্যা বের হয় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে একাজ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ সংশ্লিষ্ট পত্রিকাসমূহ বহুল প্রচারিত নয়।
- ✓ বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দেয়ায় দর যাচাই হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ প্রকাশ না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২ঃ বৃক্ষ কর্তনের নামে ১৩.০৬ লক্ষ টাকা ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত যমুনা ব্রীজ এক্সেস রোডস প্রকল্পের ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৪.০৪.০৬ হতে ১৫.০৫.০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষা কালে প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ সড়ক ভবনের বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, রাস্তা হতে বৃক্ষ কর্তন ও সরানো বাবদ ঠিকাদার M/s আবদুল মোনেম লিঃ কে প্রকল্প তহবিল হতে ১৩,০৬,৩০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -৪)।
- ✓ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রাস্তার কর্তনযোগ্য বৃক্ষাদি নিলামে বিক্রয় করলে কর্তন বাবদ অর্থ ব্যয় হতো না।
- ✓ নির্মাণাধীন রাস্তার পাশের বৃক্ষাদি টেন্ডার সিডিউলে অনিয়মিতভাবে অন্তর্ভূক্ত করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ অধিকন্ত ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কর্তিত বৃক্ষাদির বিক্রয় লব্দ অর্থের পরিমান মাত্র একাত্তর হাজার টাকা হওয়া যৌক্তিক নয়।
- ✓ উক্ত সময় জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, এবং জনাব ইন্দ্রজিৎ কুমার রায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ হিসাবে কর্মরত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৪-১২-০৬ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ৮-৩-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৩-৪-০৭ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। ১৫-৪-০৭, ৭-১-০৮ ও ২০-৪-০৮ তারিখের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৭-৫-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে এবং বৃক্ষ বিক্রয় করে একাত্তর হাজার টাকা আয় হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ চুক্তির পূর্বে বৃক্ষাদি নিলামে বিক্রয় করলে প্রকল্পের উক্ত অর্থ ব্যয় হতো না।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ সড়ক নির্মানের চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রাস্তার পাশের বৃক্ষাদি নিলামে বিক্রয় না করে সড়ক নির্মাণ কাজের টেন্ডার সিডিউলে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ১৩ লক্ষ টাকা অপচয় ও ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ৩ঃ প্রয়োজন ছাড়াই ৬৭ লক্ষ ভারতীয় রুপির মালামাল ক্রয় করে ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় এবং ক্রয়কৃত মালামাল ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ায় প্রকল্পের ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- ✓ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কনভারশন অব ঢাকা- জয়দেবপুর মিটার গেজ সেকশন ইনটু ডুয়েল গেজ প্রকল্পের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২/০৪/০৭ তারিখ হতে ১০/০৫/০৭ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে রক্ষিত বিল, ভাউচার ও ষ্টোর লেজার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,
- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৮৫০০ ব্যাগ ওয়েল্ডিং পর্সন বৈদেশিক মাল হিসেবে ক্রয় করা হয় (ইনভয়েস নং ০০৫ তারিখ ১৮/১১/২০০১)। কিন্তু উক্ত ক্রয়কৃত মাল প্রকল্প কাজে ব্যবহার করা হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী/ডুয়েল গেজ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা এর পত্র নং এক্স ডিজিপি/এস/১/পার্ট-১/৩০৮ তারিখ ০২/০২/০৬ অনুযায়ী দেখা যায় মালামাল ব্যবহার অনুপোযোগী হয়।
- ✓ ফলে প্রয়োজন ব্যতীত মাল ক্রয় করে প্রকল্পের বিপুল অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- ✓ জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ আপত্তিটি উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৬-৭-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ৩০-৯-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবারেব জন্য ২৮-১-০৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১১-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ উক্ত মালামাল যমুনা ব্রীজ রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত মালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাব অডিট আপত্তিকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ প্রকল্পের অর্থ অপচয়ের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৪ঃ প্রকল্প হতে ধার দেয়া পাথরের মূল্য আদায় না করায় ৩৪৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পাথর ক্রয় করায় ৮৯৩.৫৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পাথর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় আর্থিক ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

✓ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কনভারশন অব ঢাকা- জয়দেবপুর মিটার গেজ সেকশন ইনটু ডুয়েল গেজ প্রকল্পের ২০০৪-০৫ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২/০৪/০৭তারিখ হতে ১০/০৫/০৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে রক্ষিত বিল, ভাউচার ও ষ্টোর লেজার পর্যালোচনা করা হয়।

(ক) মজুদ সংক্রান্ত লেজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেইন লাইন পুর্নবাসন প্রকল্প এবং যমুনা ব্রীজ রেলওয়ে প্রকল্পকে ৪,৮৬,২০৭.১৯ ঘনফুট পাথর ধার দেয়া হয়। কিন্তু ধার দেয়া পাথরের মূল্য বাবদ ৩,৪৫,৯৩,৬৪১.৫৬ টাকা এখনো অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -৫)।

(খ) অপর দিকে মালামাল ক্রয় ও মজুদ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, ষ্টোর লেজার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১২,৮৩,৪৯৮.১৬ ঘনফুট পাথর সরবরাহকারীদের নিকট হতে সংগ্রহ করা হলেও কাজের জন্য ৭৩৯১৭.১০ ঘনফুট পাথর ইস্যু করা হয়েছে।

✓ ফলে ১২০৯৫৮১.০৬ ঘনফুট (১২,৮৩,৪৯৮.১৬-৭৩৯১৭.১০) পাথর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় ৮,৯৩,৫৩,০৭৪.৪৯ টাকা ক্ষতি।

(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -৬)।

(ক) জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

(খ) ১) জনাব আহাম্মদ উল্লাহ মিয়া এবং ২) জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৬-৭-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ৩০-৯-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৮-১-০৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১১-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

(ক) যমুনা ব্রীজ রেল লাইন প্রকল্প এর নিকট ২৩১১৪/৯৭ ঘনফুট পাথর ডেবিট নোট প্রেরণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়েছে।

✓ ৩৮,৯৩৭.৯৩ ঘনফুট পাথর মেইন লাইন পূর্নবাসন প্রকল্প ফেরৎ দিয়েছে। অবশিষ্ট পাথর ফেরতের জন্য ডেবিট নোট দেয়া হয়েছে।

✓ (খ) ব্যালাষ্ট ষ্টোন আমদানী পন্য বিধায় কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমানে মজুদ করে রাখতে হয়। সংরক্ষণ, মেরামত কাজ শুরু হলে উক্ত পাথর কাজে ইস্যুর মাধ্যমে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

✓ (ক) জবাবের সপক্ষে প্রমানক দেয়া হয়নি। তাই ধার দেয়া পাথর আদায় করা আবশ্যক।

✓ (খ) আর্থিক শৃংখলা ভংগ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০০২ সালের সংগৃহীত পাথর ব্যবহার না করে আবার ২০০৫ সালে পাথর সংগ্রহ করা বিধি সম্মত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

✓ (ক) আপত্তিতে বর্ণিত পাথর আদায় করে প্রকল্পের হিসাবে সমন্বয় করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

✓ (খ) আর্থিক শৃংখলা ভংগ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথর ক্রয় করে মজুদ করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ঃ টিপিপি প্রভিশনের বাইরের লোকবলকে ৩.৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধে ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আইএমইডি, (IMED)কর্তৃক বাস্তবায়িত ষ্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট পোর্টফোলিও পারফরমেন্স (এসপিপিপি) প্রকল্পের ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬.০১.০৭ হতে ১৮.০১.০৭ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিরীক্ষা কালে নিম্নোক্ত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ
- ✓ টিএপিপি অনুযায়ী প্রোগ্রামার এর মাসিক বেতন ৩০,০০০/- টাকা হলেও ৪৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করায় মোট ১,৬৫,০০০/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।
- ✓ টিএপিপিতে প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও ১জন প্রোগ্রামার অতিরিক্ত নিয়োগ ও অর্থ পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ৯০,০০০/- টাকা।
- ✓ LAN সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারের মাসিক বেতন টিএপিপি অনুযায়ী ২০,০০০/- টাকা হওয়া সত্ত্বেও ৩০,০০০/- টাকা পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৮০,০০০/- টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭)।
- ✓ ফলে টিএপিপি এবং টেকনিক্যাল প্রপোজাল অব কনসালটিং সার্ভিস বাবদ খরচ অনিয়মিত এবং অতিরিক্ত।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব আবুল কালাম আজাদ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৩-২-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ১৯-৬-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ৩১-১-০৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৬-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ আপত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দেরীতে নিয়োগদান করা হয়। এসপিপি প্রকল্পটি (৩০শে জুন ২০০৬) সমাপ্তির পূর্বে যথাযথ সময় ছিল না। একজন টিম লিডার, তিনজন প্রোগ্রামার, একজন LAN ইঞ্জিনিয়ার সিপিটিইউ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব সন্তোষজনক নয়। টিএপিপি এর প্রভিশনের অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ ও অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ টিএপিপির সংস্থান বহির্ভূত এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২ঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১০.৭৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রকল্পের ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১০-০৯-০৬ হতে ১৩-৯-০৬ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে অডিট কালে পরামর্শকের বিল ভাউচার পর্যালোচনায় নিম্নে বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ
- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্য সম্পাদনের জন্য মোট ১,৭১,৮৭,২০০.০০ টাকা পরিশোধ করে।
- ✓ কিন্তু উক্ত বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১০,৭৪,২০০.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -৮)।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব এ কে এম ফজলুল করিম, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৬-১২-০৬ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৮-৩-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ২৯-৪-০৭ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৬-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- ✓ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট আদায় করে সরকারী খাতে জমা করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ পরামর্শককে অর্থ পরিশোধের সময় আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১০,৭৪,২০০.০০ টাকা আদায় না করায় ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ আয়কর ও ভ্যাটের অর্থ সরকারী খাতে জমা করা আবশ্যক।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১ঃ লোকাল লেভেল প্লানিং এবং শ্রেণী কক্ষ সাজসজ্জা করণের নামে প্রকল্প তহবিলের ৩.৩৬ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- ✓ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নিবিড় জেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (আইডিয়াল) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-৫-০৬ হতে ২৭-৬-০৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, লোকাল লেভেল প্লানিং এবং শ্রেণী কক্ষ সাজসজ্জা করণের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মোট ৫৯,৭৭,০০০/- টাকা বরাদ্দ করে এবং বরাদ্দকৃত তহবিল হতে ৫৬,৪১,০০০/- টাকা ব্যয় হয়। অবশিষ্ট ৩,৩৬,০০০/- টাকা উপজেলা শিক্ষা অফিস কাহারোল, দিনাজপুরে বরাদ্দ করা হলে কাজ না করে উক্ত টাকা ব্যয়িত দেখানো হয়।
- ✓ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তদন্ত কমিটির পত্র নং ডিডি/প্রাইর/রা/আরএবি/সিওএম /১৮/১১(৩) ৬২৮ তারিখ ১১-৯-২০০০ এর মাধ্যমে মন্তব্য করা হয় যে, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কাহারোল, দিনাজপুর, আলোচ্য কাজ সম্পাদন করেনি।
- ✓ অনিয়মের সহিত জড়িত অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা সহ অপচয়ের অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব মোঃ মনছুর আলী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কাহারোল, দিনাজপুর এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৩-১-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ১৯-৬-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ১১-৩-০৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৮-৪-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, এ অনিয়মের জন্য জনাব মোঃ মনছুর আলী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কাহারোল দিনাজপুরকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অপচয়ের টাকা আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ জড়িত ব্যক্তিদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ আলোচ্য অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২ঃ সরবরাহকারি কর্তৃক ৭৩.৪৬ লক্ষ টাকার অকেজো ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যাদি/মেশিনারী সরবরাহ করায় ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত নিবিড় জেলা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (আইডিয়াল) ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-৫-০৬ হতে ২৭-৬-০৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,
- ✓ মেসার্স ইনফরমেশন সলিউশন লিঃ-কে কার্যাদেশ নং (২২২২/৬) তাং ৬/৮/২০০৩ এর মাধ্যমে ৭৩,৪৬,০০০.০০ টাকার বিভিন্ন ষ্টেশনারী ও মেশিনারী সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান হয় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, রাজবাড়ী এবং হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা শিক্ষা অফিসে সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ সে প্রেক্ষিতে মেসার্স ইনফরমেশন সলিউশন লিঃ (১) বি-বাড়ীয়ার কসবা উপজেলায় প্রসেসরের কুলিং ফ্যান, বিদ্যুৎ সরবরাহের তার ও র‍্যাম, (২) রাজবাড়ীর সদর উপজেলায় প্রিন্টার, গোয়ালন্দ উপজেলায় ইউপিএস (৩) হবিগঞ্জের সদর উপজেলায় মনিটর এবং ইউপিএস সরবরাহ করলে তা অকেজো বলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা উল্লেখ করে।
- ✓ মালামাল সরবরাহের পূর্বে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কর্তৃক পরিদর্শন/পরীক্ষা না করায় অনিয়ম হয়েছে।
- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে অকেজো মেশিনারী রিপেয়ার/পরিবর্তন করা হয়নি।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব রতন কুমার রায়, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৩-১-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ১৯-৬-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং জবাবের জন্য ১১-৩-০৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৮-৪-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ এ বিষয়ে সরবরাহকারিকে অকেজো এবং ত্রুটিপূর্ণ মেশিনারী রিপেয়ার/পরিবর্তন করার জন্য বলা হয়। কিন্তু সরবরাহকারি তা করেনি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ অকেজো এবং ত্রুটিপূর্ণ মেশিনারী সরবরাহকারি হতে গ্রহণ করায় প্রকল্পের ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ অকেজো এবং ত্রুটিপূর্ণ মেশিনারীর মূল্য সরবরাহকারি কিংবা অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ০১ঃ পিপিআর-২০০৩ লংঘন করে ১১.০০ লক্ষ টাকার টেন্ডার আহ্বান।

বিবরণঃ

- ✓ কৃষি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আইডিবি সাহায্যাধীন গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও পিরোজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের (ডিএই অংশ) ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-০৩-০৭ হতে ১৯-৪-০৭ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিট কালে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জের রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,
- ✓ রাস্তার বনায়ন কাজের জন্য ১০,৯৯,৯৯০/- টাকার টেন্ডার আহবান করা হয়।
- ✓ একটি মাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
- ✓ কিন্তু পিপিআর-২০০৩ এর ধারা ২১(২) অনুযায়ী কমপক্ষে/অন্তত বহুল প্রচারিত ২টি দৈনিক (একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা পত্রিকায়) বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -৯)। ফলে পিপিআর লংঘন করায় প্রকৃত দর যাচাই হয়নি।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব আব্দুর রউফ প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৪-৬-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৬-৮-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং ২৮-১০-০৭, ১৯-১১-০৭ তারিখের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২১-৪-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ জবাবে জানানো হয় যে, সময় অভাবে একটি মাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে কাজ করা হয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ না করায় প্রকৃত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা হয়নি।
- ✓ পরিকল্পনা সঠিক ছিল না।
- ✓ মূল্যায়ণ কমিটি সেপ্টেম্বর মাসে দরপত্র মূল্যায়ন করেছে যখন বৃক্ষ রোপন মৌসুম নয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ : ০১ঃ ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৬.৩৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পশু সম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ৫টি দক্ষিনাঞ্চলীয় জেলায় ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গবাদি পশু উন্নয়ন প্রকল্পের ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ১৮.০৬.০৬ হতে ২৫.০৬.০৬ এবং ০৫.০৭.০৬ হতে ০৬.০৭.০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয় ।
- ✓ অডিটকালীন এরিয়া কো অর্ডিনেশন অফিসারের কার্যালয়, এস এল ডিপি-২, পটুয়াখালী, এর রেকর্ড পত্রাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, পি আই ইউ কর্তৃক বিভিন্ন এনজিও কে ১,৪১,১০,১১০/- টাকার তহবিল প্রদান করা হয় (ক্রেডিট ফান্ড ব্যতীত)।
- ✓ কিন্তু ঐ সব এনজিওর নিকট হতে ৪.৫% হারে ভ্যাট বাবদ মোট ৬,৩৪,৯৫৪.৯৫ টাকা আদায় করা হয়নি। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১০)
- ✓ এস আর ও নং -১৭৩-ল/২০০৪/৪১৯ ভ্যাট তাং- ১০.০৬.০৪ এবং ক্লারিফিকেশন নং- ৮(৯)/ভ্যাট/৯৯/১৩৪ তাং- ১২.০৪.০৫ মোতাবেক এনজিও সমূহের নিকট হতে ৪.৫% হারে ভ্যাট আদায় করা আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ উক্ত সময় জনাব গোলাম মোস্তফা, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।
- ✓ আপত্তির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২০-২-০৭ তারিখে স্থানীয় অডিট রিপোর্ট আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক এর গোচরে নেয়া হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ১৯-৬-০৭ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালকের গোচরীভূত করা হয় এবং ১৩-০৯-০৭ তারিখের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩১-৩-০৮ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, বিষয়টি পি আই ইউ ঢাকা কর্তৃক সমাধান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ ভ্যাট আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ভ্যাট আদায়পূর্বক সরকারী হিসাবে জমাদান করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(ড. শ্যামল কান্তি চৌধুরী)

(মোহাম্মদ জাকির হোসেন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ ২২-০৬-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
০৭-১০-২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাঃসঃমঃ-২০০৮/০৯-২৪৮৫কম/এ-৭০০ বই-২০০৮।